তারিখ ... 28 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কালের কণ্ঠ

শিক্ষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা

শিক্ষার্থীরা যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়

দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে সুনির্দিষ্ট একটি কাঠামোর মধ্যে আনা সম্ভব হয়নি। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে। দেশের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বছরের প্রথম দিন বই তুলে দেওয়া হচ্ছে। একই শিক্ষাপঞ্জি মেনে চলা হচ্ছে। পাসের হার বাড়ছে। ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমছে। কিন্তু শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গেছে। পাস করা শিক্ষার্থীর সংখ্যা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাওয়া মানেই শিক্ষার মান বৃদ্ধি হয়েছে—এমন কথা বলা যাবে না। তবে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কম হয়নি। প্রতিবারের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাসুল গুনতে হয়েছে কোমলমতি শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের। পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি বদল থেকে শুরু করে একের পর এক পদ্ধতি চালু করার পর বাতিল হয়েছে। সংযুক্ত হয়েছে নতুন পদ্ধতি। এসব পরীক্ষার বলি হতে হয়েছে শিক্ষার্থীদের। শিক্ষকদের নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত বা প্রশিক্ষিত না করেই একের পর এক পদ্ধতি চাপিয়ে দেওয়ার ফলে চাপটা পড়ে শিক্ষার্থীদের ওপর।

অতিসম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করার সুপারিশ ছিল ২০১০ সালে প্রণীত শিক্ষানীতিতে। যেখানে ২০১৮ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করার কথা বলা হয়েছিল। শিক্ষানীতি প্রণয়নের পর ছয় বছর পার হলেও জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ এই সুপারিশ নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো আলোচনা হয়নি। কোনো প্রস্তুতি না নিয়েই সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা এ বছর থেকেই অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করা হচ্ছে। শিক্ষাপঞ্জি অনুযায়ী শিক্ষাবছরের অর্ধেক সময় পার হয়ে গেছে। বাকি আছে আর ছয় মাস। এই ছয় মাসে কী করে পুরো কাজ সম্পাদন সম্ভব হবে? অষ্টম শ্রেণিকে প্রাথমিকের পর্যায়ে আনলে তার পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যক্রম কী হবে, তা এখন পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা হয়নি। নতুন কোনো পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করতে হবে কি না তা নিয়ে সুস্পষ্ট কোনো বক্তব্য নেই। হাতে থাকা ছয় মাসে কি একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যক্রম তৈরি করে নতুন করে বই প্রণয়ন ও মুদ্রণ সম্ভব হবে? তা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে কি আগের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের পাঠদান চলবে? এসব প্রশ্নের উত্তর এখন পর্যন্ত শিক্ষার্থী বা অভিভাবক কারো কাছেই স্পষ্ট নয়। আবার অষ্টম শ্রেণিকে প্রাথমিকের আওতায় আনতে হলে দেশের ৬৪ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মানোন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষকদেরও মানোন্নয়ন প্রয়োজন। এসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের বেশির ভাগই অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদানের উপযুক্ত কি না সে প্রশ্নটিও বড় হয়ে দেখা দেবে। অন্যদিকে বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেবে অবকাঠামো। আবার পঞ্চম শ্রেণিতে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা হতো, তা হবে কি হবে না, তা নিয়েও একেকবার একেক ঘোষণা আসছে। আরো একটি বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে মাধ্যমিক স্কুলে পাঠরত ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা। আবার মাধ্যমিক পর্যায়টি এইচএসসি পর্যন্ত দেওয়ার চিন্তাভাবনা চলছে। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে ধাপে ধাপে কাজগুলো সম্পন্ন করলে এত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হতো না।

শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের করতে হবে—এর কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু তার জন্য যে অবকাঠামো ও মানসম্পন্ন প্রশিক্ষিত শিক্ষক প্রয়োজন, তা নিশ্চিত করা জরুরি। পরীক্ষা-নিরীক্ষা নয়, গঠনমূলক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে।